بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুমআ

"আহমদী হওয়ার পর আমাদের উপর বহু দায়িত্ব বর্তায় যেগুলিকে আমাদের সম্মুখে রাখা প্রয়োজন। প্রকৃত আহমদী তো সেই, যে রসূলুল্লাহ (সাঃ)এর পবিত্র আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে চলে এবং খোদাতাআলার হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। যদি কেউ চায় যে কপটতা ও ভন্ডামী দ্বারা খোদাতাআলাকে প্রতারণা করবো তবে তার মূর্খতা ও বোকামো হবে।"

সৈয়দনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডন হতে প্রদত্ত ৫ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৬-এর জুমআর খুতবার কিয়দংশ

তাশাহুদ, তাউজ ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) বলেন - হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর যুগে একটি জলসায় এক ব্যক্তি নিজ বক্তব্যে বলেন যে, হযরত আকদস (আঃ) এর জামাত এবং অন্যান্য মুসলমানদের মাঝে কেবল এতটুকু পার্থক্য যে তারা মসীহ ইবনে মরীয়মকে জীবিত আকাশে যাওয়াকে সমর্থন করে এবং আমরা বিশ্বাস রাখি যে তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন। এছাড়া আর কোন এমন দ্বন্দ্বপযুক্ত বিবাদ নেই আমাদের ও তাদের মাঝে। কারণ এই বিষয়ে বহু এমন বিষয় আছে যা হতে তাঁর (আঃ) এর আগমনের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হোত না সেজন্য তিনি (আঃ) ২৭শে ডিসেম্বর ১৯০৫ এ স্বয়ং এই বিষয়টি স্পষ্ট করতে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন যাতে তিনি বলেন যে,- 'আমার আগমনের উদ্দেশ্য কেবল এতটুকু পার্থক্যকে স্পষ্ট করা নয়। এতটুকু বিষয়ের জন্য এত ছোট্ট কাজের জন্য আল্লাহতাআলার জামাত গঠনের কোন প্রয়োজন ছিল না বরং মুসলমানদের ব্যবহারিক অবস্থাও বিকৃতির শিকার হয়ে গেছিল যা মুসলমানদের অবনতির ফলে সৃষ্টি হচ্ছিল এবং যেগুলির সংশোধনের জন্য আল্লাহতাআলা তাঁকে প্রেরণ করেছেন তাদের মধ্যে একটি হোল মিথ্যা হতে নিষ্কৃতি পাওয়া ও সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং তিনি জামাতকে উপদেশ দান করেন এরই প্রেক্ষাপটে যে, নিজেদের সত্যের মানকে উন্নত করো ও নিজেদের ও অন্যান্যদের মাঝে এই পার্থক্যকে প্রকাশ করো। শুধুমাত্র বিশ্বাস আনয়ন করা ও তাঁর আগমনকে মান্য করা কোন কাজে আসে না। আল্লাহতাআলা কোরআন শরীফেও প্রকৃত মোমিন বা পুণ্যবানদের এই চিহ্ন আছে বলে ব্যক্ত করেন যে, لایشھدون الزور অর্থাৎ তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না। আবার শিরক ও মিথ্যার বিষয়ে বলেন যে, এ হতে বিরত থাকো বা বাঁচো, শিরক ও মিথ্যাকে একসাথে করে দেন যেন মিথ্যার পাপও শিরকের সমতুল্য। আল্লাহতাআলা কোরআন করীমে যে শব্দটির ব্যবহার করেছেন তা যেভাবে আমি পাঠ করলাম ''زور'' এর শব্দটির ব্যবহার করেছেন যার অর্থ দাঁড়ায় মিথ্যা, ভ্রান্ত কথা বলা, মিথ্যা সাক্ষ্যদান, খোদাতাআলার সহিত কাউকে শরিক করা, এমন সভা বা স্থানে যেখানে মিথ্যা বলা সাধারণ ব্যাপার এরূপ গান-বাজনার আসর এবং মিথ্যাবাদীদের সভায় এসবগুলি ''زور''এর অর্থের গন্ডীতে আসে। অতএব মোমিন সেই, খোদাতাআলার বান্দা সেই যে মিথ্যা বলে না, যে এমন স্থানে যায় না যেখানে নিরর্থক ও মিথ্যাবাদীদের আসর বসে। তারা কাউকে আল্লাহতাআলার সমকক্ষ করে না আর না তারা ঐরূপ স্থানে গমন করে যেখানে পৌত্তলিকতাপ্রসূত কার্যকলাপ সম্পাদন হয় এবং আবার না তারা কখনও মিথ্যা সাক্ষ্য দান করে। সুতরাং আমাদের মধ্যে সবাই যদি এভাবে মিথ্যাকে এড়িয়ে চলে তবে এক অসাধারণ পরিবর্তন নিজের মধ্যে সাধন করা যেতে পারে যা প্রকৃত মোমিন বানাতে সাহায্য করে। যাইহোক, এবার আমি হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর বক্তব্যের সেই অংশ উপস্থাপন করবো যা মিথ্যা সম্পর্কে তিনি এখানে বলেছেন। এটি মনোযোগ সহকারে শুনুন। আজ আমাদের মধ্যে অনেককে বরং বহু সংখ্যক এমন আছে যাদের এই বিষয়ে মনোযোগী হওয়ার প্রয়োজন আছে।

মুসলমানদের জগতের প্রতি মোহই হল তাদের আভ্যন্তরীণ ভেদাভেদের কারণ, কেবল আল্লাহতাআলার কৃপা অর্জন করাই যদি তাদের উদ্দেশ্য হোত তবে সহজেই অবলোকন করা সম্ভব ছিল যে অমুক ফিরকার নীতি বা মতবাদ অধিক স্বচ্ছ এবং তারা সেটিকে গ্রহণ করে একত্রিত হয়ে যেত। তিনি বলেন যে,- আল্লাহতাআলা তো বলেছেন যে, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ অর্থাৎ যদি তুমি আল্লাহতাআলার সহিত ভালবাসা রাখো তবে তুমি আমার অনুসরণ করো, আল্লাহতাআলা তোমাকে বন্ধুসুলভ জানবেন। তিনি বলেন যে, তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করো এবং দেখো যে খোদাতাআলা কিরূপ কৃপা বর্ষণ করেন। সাহাবাগণ সেই রীতিনীতিকে অবলম্বন করেছিলেন। তথাপি দেখো যে আল্লাহতাআলা তাঁদেরকে কোথা হতে কোথায় পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁরা জাগতিকতাকে অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং পার্থিবতার মোহ হতে সম্পূর্ণভাবে পৃথক হয়ে গিয়েছিলেন। নিজেদের কামনা-বাসনার উপর মৃত্যুকে আনয়ন করে নিয়েছিলেন। এবার তোমরা নিজেদের অবস্থা তাদের অবস্থার সহিত তুলনা করে দেখে নাও। তোমরা কি তাদেরই পদাঙ্ক অনুসারে চলছ? দুঃখের বিষয় এই যে মানুষ এখন বুঝছে না যে খোদাতাআলা তাদের নিকট কি প্রত্যাশা রাখেন?

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) হযরত মির্যা সুলতান আহমদ সাহেবের প্রেক্ষাপটে একটি ঘটনা বর্ণনা করেন তিনি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তিনি বলেন,- একবার আমার নিকট এক ব্যক্তি আসে যাকে আমি জানতাম। দিনটি সাক্ষ্যদানের জন্য

আদালতে সাক্ষী উপস্থাপনের দিন ছিল। সেই ব্যক্তি বলে যে,- আমাকে অন্য কোন তারিখ দিয়ে দিন আমার সাক্ষী আজ উপস্থিত হতে পারেনি। হযরত মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব তাকে উপহাস করে বলেন যে,- আমি তো তোমাকে বড় বুদ্ধিমান মনে করতাম কিন্তু তুমি তো বড়ই মুর্খতা দেখালে। সাক্ষী কোথা হতে তুমি নিয়ে আসবে, বাহিরে যাও আর কাউকে আট আনা টাকা দাও সে তোমার সাক্ষী হয়ে এসে যাবে। যাইহোক সেই ব্যক্তি বাহিরে চলে যায় এবং কিছুক্ষণ পরই দুই-তিনজনকে নিয়ে আসে সাক্ষীস্বরূপ তথাপি যখন সেই সাক্ষীদের সহিত হযরত মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব জেরা করতে আরম্ভ করেন তখন সাক্ষীরা বড়ই চৌকস জবাব দিতে থাকে হাঁ আমি দেখেছি, এভাবে ঘটনাটি ঘটেছিল, ওভাবে ঘটনাটি হয়েছিল। হযরত মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব বলেন যে, আমি মনে মনে হাঁসতে থাকি বরং তার সম্মুখেই হাঁসতে থাকি যে আমারই কথায় এই ব্যক্তি বাহিরে গেল আর সাক্ষী সাথে নিয়ে আসে আর সে কিনা বড়ই স্বচ্ছতার সহিত আমরই সম্মুখে দাঁড়িয়ে মিথ্যা বলছে এবং খোদার কসম খেয়ে কোরআন হাতে তুলে মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছে। যখন সে সাক্ষ্য দিয়ে দেয় তারপর আমি তাদের বললাম যে, তোমাদের এতটুকু লজ্জাবোধ হোল না যে কোরআন হাতে নিয়ে কোরআনের উপর হাত রেখে সাক্ষ্য দিচ্ছ অথচ আমার সামনে বাহির হতে একে নিয়ে এলে। যাইহোক এই হোল সাক্ষীদের অবস্থা এবং বর্তমানেও একই অবস্থা চলছে। আমরা তো দেখছি যে, জামাতের বিপক্ষে মোকদ্দমাগুলিতে প্রায়শই দেখা যায় যে বহু লোকেরা যারা এও জানে না কেন তাদের আনা হয়েছে অথচ সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত হয়ে যায় বহু মোকদ্দমায়। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) বলেন যে,- আজ পৃথিবীর অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে পড়েছে যে পরিস্থিতি ও দৃষ্টিকোণেই দেখো মিথ্যা সাক্ষ্য বানাচ্ছে, মিথ্যা মোকদ্দমা চালানো তো কোন ব্যাপারই নয় মিথ্যা প্রমাণপত্র সনদ ইত্যাদি তৈরী করানো হয়। আল্লাহতাআলা তো মিথ্যাকে নোংরা বা অপবিত্র আখ্যায়িত করেছিলেন যে মিথ্যাকে বহিষ্কার করো বা এড়িয়ে চলো। فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور আল্লাহতাআলা পৌত্তলিকতার সহিত মিথ্যাকে যুক্ত করেছেন, তিনি বলেন, যেভাবে নির্বোধ মানুষ খোদাতাআলাকে ত্যাগ করে পাথরের সম্মুখে মাথা নত করে সেভাবেই সততা ও ন্যায়কে ত্যাগ করে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য মিথ্যাকে প্রতিমা বা উপাস্য বানায়। এই কারণে আল্লাহতাআলা এই বিষয়টিকে পৌত্তলিকতার সহিত যুক্ত করেছেন এবং এই সমতা দিয়েছেন যে যেভাবে একজন মূর্তি পূজারী মূর্তির নিকট মুক্তি চায় অনুরূপভাবে মিথ্যাবাদীও নিজের পক্ষ হতে মিথ্যার মূর্তি গড়ে আর এ মনোভাব পোষণ করে যে সেই মিথ্যার মুর্তির মাধ্যমে তার পরিত্রাণ লাভ সম্ভব। কিরূপ বিকৃতি দেখা দিয়েছে, যখন বলা হয় যে কেন মূর্তি পূজা করছো। এই অপবিত্রতা থেকে বিরত হও তখন তারা বলে কিভাবে এগুলি ছাড়বো, এ ছাড়া তো আমাদের জীবনযাপন সম্ভব নয়। এর চাইতে বড় দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে যে মিথ্যাকেই সফলতার চাবিকাঠি মনে করে কিন্তু আমি তোমাদের ভরসা দিচ্ছি যে সর্বশেষে সত্যই জয়যুক্ত হয়। মঙ্গল ও জয় তারই হয়।

এরূপে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) নিজের একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে,- এই অধম ইসলামের সমর্থনে আর্যদের প্রতিদ্বন্দ্বীতায় এক খ্রীষ্টান মুদ্রাকরের নিকট একটি রচনা ছাপানোর জন্য একটি প্যাকেটের আকারে যার দুই প্রান্তের মুখ খোলা ছিল পাঠান, তিনি বলেন যে,- তাতে একটি পত্রও রেখে দিলাম। কারণ চিঠির মধ্যে যে বক্তব্য ছিল তাতে কিছু এমন কথা লিখিত ছিল যা হতে ইসলামের পক্ষে এবং অন্যান্য ধর্মের প্রতি অসারতা পরিলক্ষিত হচ্ছিল এবং প্রবন্ধটিকে ছাপানোর জন্য অনুগ্রহও ছিল এজন্য সেই খ্রীষ্টান বিরোধী ধর্ম হওয়ার দরুণ এবং দুর্ভাগ্যবশত: সে শত্রুতাজনিত আক্রমণের সুযোগ নিল যে সেই প্যাকেটে আলাদা চিঠি রাখা আইনত অপরাধ ছিল যে বিষয়ে এই অধমের কিছুই জানা ছিল না। এবং এমন অপরাধের শাস্তি স্বরূপ ডাকব্যবস্থাপনার দিক হতে পাঁচশত টাকা জরিমানা অথবা ছমাসের কারাদন্ড হয়। তাই সে গোয়েন্দা সেজে ডাক বিভাগের অফিসারদের সহিত মিলিত হয়ে এই অধমের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করে দেয়।

এই কারণে আমাকে এই অপরাধের জন্য জেলা সদর গুরুদাসপুরে ডাকা হোল এবং যে সমস্ত উকিলদের সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করা হোল তারা সকলে একটিই পরামর্শ দিল যে মিথ্যা বলা ছাড়া পরিত্রাণের কোন উপায় নেই (মিথ্যা বলার জন্য) এবং বলে এ ছাড়া আর কোন পথ নেই এবং এই পরামর্শ দিল যে এভাবে বিবৃতি দিন যে আমি এই প্যাকেটে কোন চিঠি রাখিনি রিলিয়ারাম স্বয়ং রেখেছে হয়তো এবং আমাকে আশ্বাসন দেয় যে, এমনটি সাক্ষ্য দানে সাক্ষীর কথায় সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে এবং দু-চারজন মিথ্যা সাক্ষীর বিনিময়ে মামলা হতে নিস্পত্তি পাওয়া যাবে। (অর্থাৎ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)কে উকিল পরামর্শ দান করছে যে মিথ্যা সাক্ষীর সাহায্য নাও) না হলে (উকিলগণ বললো যে) মোকদ্দমার চেহারা ভীষণ শক্ত আছে এবং কোনও পন্থা নিস্পত্তি পাওয়ার নেই। (কিন্তু হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন যে) আমি তাদের সকলকে এই উত্তর দিলাম যে,- আমি কোনও পরিস্থিতিতে সত্যকে পরিহার করতে চাই না যা হবে তা দেখা যাবে। অত:পর সেই দিন বা তার পরদিন আমাকে এক ইংরেজের আদালতে পেশ করা হোল এবং আমার বিপক্ষে ডাকবিভাগের অফিসার সরকারী অভিযোক্তা হিসাবে উপস্থিত হোল। সেই সময় আদালতের বিচারপতি স্বয়ং নিজ হস্তে আমার সাক্ষ্য লেখেন এবং সর্বপ্রথমে আমাকেই জিজ্ঞাসা করেন যে, এই চিঠিটি কি তুমি নিজে এই প্যাকেটে রেখেছিলে এবং এই চিঠি আর প্যাকেটটি কি তোমার? তখন আমি দ্বিধাহীণভাবে উত্তর দিলাম যে, এটি আমারই চিঠি এবং আমারই প্যাকেট এবং আমিই এই চিঠিটি এই প্যাকেটের মধ্যে রেখে এটিকে রওনা করেছিলাম কিন্তু আমি সরকারের ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে শুল্ক ফাঁকি দেওয়ার জন্য মন্দঅভিপ্রায়ে এ কাজ করিনি। পরিশেষে

যখন সেই সরকারপক্ষের অফিসার নিজ সমস্ত তথ্য-প্রমাণাদি উপস্থাপন করে দেয় এবং নিজের সমস্ত বিদ্বেষ বাহির করে দেয় বিচারক তার সিদ্ধান্ত প্রদানের প্রতি মনোযোগ দেয় এবং এক আধ লাইন লিখে আমাকে বললেন যে, আচ্ছা আপনাকে মুক্ত করা হোল। এটি শুনে আমি আদালত কক্ষ হতে বাহির হলাম এবং নিজ দয়াবান খোদার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন যে,- আমি এটি কিভাবে বলতে পারি যে মিথ্যার আশ্রয় ছাড়া জীবনযাপন সম্ভব নয়। এমন কথা বলা ঘোর অশ্লিলতা। সত্য এটি যে সত্য ছাড়া জীবননির্বাহ অচল। من يتوكل على الله فهو حسبه. যে আল্লাহতাআলার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে আল্লাহতাআলা তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন যে,- নিশ্চিতরূপে স্মরণ রেখো যে মিথ্যার ন্যায় কোন মন্দ জিনিস নেই। সচরাচর জাগতিকতায় বিশ্বাসীরা এ বলে থাকে যে সত্যবাদীরা গ্রেফতার হয়ে যায় কিন্তু আমি কিভাবে এটিকে বিশ্বাস করি। আমার উপর সাতটি মোকদ্দমা চলে এবং খোদাতাআলার কৃপায় কোন একটিতেও আমাকে এক বিন্দুও মিথ্যার আশ্রয় নেওয়ার প্রয়োজন হয়নি। কেউ বলুক যে কোনও একটিতেও খোদাতাআলা আমাকে পরাজয় দিয়েছেন। আল্লাহতাআলা তো স্বয়ং সত্যের সমর্থক ও সাহায্যকারী। এটি কি সম্ভব যে তিনি সত্যবাদীকে শাস্তি দেবেন?

অত:পর তিনি বলেন যে,- আসল কথা এটি যে সত্য কথা বললে যে শাস্তি হয় তা প্রকৃতপক্ষে সত্যের কারণে হয় না বরং সেই শাস্তি তাদের অন্যান্য কোন গুপ্ত ও প্রচ্ছন্ন অধার্মিক কার্যকলাপের দরূণ হয়ে থাকে অন্য কোন মিথ্যার কারণে হয়ে থাকে। খোদাতাআলার নিকট তো তাদের মন্দের ও দুষ্টতার এক বিরাট সূচী থাকে। তাদের বহুপ্রকারের ভুল-ভ্রান্তি হয় তার কোনও না কোনটির কারণে শাস্তি পেয়ে বসে।

তিনি বলেন যে,- যে ব্যক্তি সত্যের আশ্রয় নেবে এটি কখনও সম্ভব নয় যে সে অপদস্থ বা লাঞ্ছিত হবে আর এটি এই কারণে হয় যে সে খোদাতাআলার নিরাপত্তার বেষ্টনীতে থাকে এবং খোদাতাআলার নিরাপত্তার ন্যায় আর কোনও সুরক্ষিত দুর্গ ও বেষ্টনী নেই কিন্তু অসম্পূর্ণ কথা কোনও উপকার দেয় না। কেউ কি এ বলতে পারে যে, পিপাসা লাগলে কেবল এক বিন্দু জলপানে তৃষ্ণা নিবারণ সম্ভবপর অথবা প্রচন্ড ক্ষুধার সময় একটি দানা বা এক গ্রাস খেলেই ক্ষুধা নিবারণ হয়ে যাবে। কখনো নয় বরং যতক্ষণ না সম্পূর্ণ তৃপ্তির সহিত জলপান না করে বা খাবার না খায় যথেষ্ট হবে না। এরূপে যতক্ষণ না কর্মে পরিপূর্ণতা না থাকবে সেই প্রত্যাশিত উপকারিতা ও ফলাফল প্রকাশ পায় না। ত্রুটিপূর্ণ কর্ম আল্লাহতাআলাকে সন্তুষ্ট করতে পারে না আর না তা কল্যাণমন্ডিত হতে পারে। আল্লাহতাআরার এটি অঙ্গীকার যে আমার ইচ্ছানুযায়ী কর্মসম্পাদন করো তবেই আমি কল্যামন্ডিত করবো। যদি পুণ্যবান হয় তবে আল্লাহতাআলা তো এক বিন্দুও পুণ্যকে বিনষ্ট বা বৃথা যেতে দেন না। তিনি তো স্বয়ং বলেছেন যে, من يعمل مثقال ذرة خيرا يره (যে ব্যক্তি সামান্যটুকুও পুণ্য করবে সে তার পরিণাম দেখবে এবং ফলাফল পাবে) তিনি বলেন যে,- এজন্য যদি এতটুকুও পুণ্য কর তো আল্লাহতাআলার পক্ষ হতে তার ফল পাবে। এবার এই কথাগুলিকে সম্মুখে রেখে প্রত্যেক আহমদী আত্মবিশ্লেষণ করুন দৃষ্টান্তস্বরূপ কিছু কথা এমন আছে তার কয়েকটির উল্লেখ করছি মোকদ্দমা সংক্রান্ত এটি পর্যালাচনা করুন যে মোকদ্দমাগুলোতে আমরা মিথ্যার আশ্রয় তো নিচ্ছি না? আবার আমরা ব্যবসার ক্ষেত্রে অধিক লাভের জন্য মিথ্যাবর্ণনার আশ্রয় তো নিচ্ছি না। আবার আমরা বিবাহ-সম্বন্ধ নির্ধারণের সময় মিথ্যাবর্ণন তো করছি না। আমরা সর্বক্ষেত্রে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে কার্যসম্পাদন করছি কি। পাত্র এবং পাত্রী সম্পর্কে সর্বপ্রকার তথ্য সরবরাহ করা হয়। সরকার হতে সামাজিক ও উন্নতিকল্পে অনুদান নেওয়ার ক্ষেত্রে মিথ্যার আশ্রয় তো নিচ্ছি না। এ ব্যাপারে বহু লোকের সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা পাওয়া যায় যে নিজের আয়ের অঙ্ক গোপন করে সরকার হতে ভাতা গ্রহণ করে এবং এই বিশেষ কারণে কর বা ট্যাক্স প্রদানও করা হয় না। এখানে ট্যাক্স বা কর এর চুরি হয়ে থাকে। আমাদের স্মরণ রাখা উচিৎ যে এখন যে সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা পৃথিবীতে হচ্ছে যা প্রত্যেকটি সরকার সমস্যার সম্মুখীণ হচ্ছে বা হয়ে পড়েছে যদি হয়নি তবে তা হয়ে যাবে। তাই এবার সরকারগুলি বিষয়ের গভীরতায় প্রবেশ করে সত্য জানার চেষ্টায় থাকে এবং করছে। সুতরাং যদি সরকারের নিকট কোন দূর্নীতি এসে পড়ে তো যেখানে সেই ব্যক্তির জন্য সমস্যার সৃষ্টি করবে সেখানে এই বিষয় আহমদীয়াতের দুর্নামের কারণও হবে যদি এটি জানতে পারে যে সেই ব্যক্তি একজন আহমদী। অতএব যে কেউ এই দৃষ্টিকোণ থেকে কোনও প্রকার মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছে তার উচিৎ পার্থিব লাভকে না দেখা বরং অল্পে জীবিকানির্বাহ করে অল্পে তুষ্ট হয়ে মিথ্যা হতে বেঁচে আল্লাহতাআলাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করা। পদাধিকারীরাও নিজেদের পর্যবেক্ষণ করুন যে তারা কি তাদের রিপোর্টের ক্ষেত্রে মিথ্যাবর্ণনা তো করেন না বা কোন এমন কথা তো উল্লেখ করতে বিরত হন না যা গুরুত্বপূর্ণ? কখনো কখনো যদি মিথ্যা নাও বলেন, এর পূর্বেও আমি একবার বলেছিলাম এক খুতবায় কিন্তু সম্পূর্ণভাবে যদি সততার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে কাজ না করা হয় তবে তাও ভুল হবে। তাক্বওয়া বা নিষ্ঠার উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে সমস্যাবলীর সমাধান করা উচিৎ। অতএব ভীষণ গভীরতায় প্রবেশ করে সমস্যাবলী দেখার প্রয়োজন হয়। প্রত্যেকে নিজেদের স্বার্থলাভের গন্ডির উর্দ্ধে গিয়ে নিজেদের অহংবোধ হতে বাহিরে বেরিয়ে খোদাতাআলার ভয়কে সম্মুখে রেখে নিজস্ব সমস্যার সমাধান করে আর এভাবেই নিজেদের সমস্যাগুলির সমাধান করা উচিৎ। যদি এসবকিছু না হয় তবে যেভাবে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেছেন যে,- এ সব কিছু পার্থিবতার মোহের প্রকাশ এবং পার্থিবতার মোহ যেভাবে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেছেন যে, বিভেদের বা বিচ্ছেদের দিকে নিয়ে যায় এবং ভেদাভেদ দ্বারা এটি স্বাভাবিক

ব্যাপার যে, জামাতের ঐক্যও প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না বা কমপক্ষে সেই পরিবেশে সেই অঞ্চলে এক ফিতনার সৃষ্টি হয় এবং সেই একতা যা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) সৃষ্টি করতে আগমন করেছিলেন তার অবসান হয়। পার্থিবতার ফলেই অন্যান্য ফিরকার সৃষ্টি হয়েছিল। সেইরূপ আরেক ফিরকা তৈরী হয়ে যাবে। মন্দ হতে বহু প্রকারের মন্দ জন্ম নেয়। যেভাবে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেছেন যে মন্দ ক্রমান্বয়ে মন্দকে জন্ম দিতে থাকে।

সুতরাং আহমদী হওয়ার পর আমাদের উপর বহু দায়িত্ব বর্তায় যেগুলিকে আমাদের সম্মুখে রাখা প্রয়োজন। প্রকৃত আহমদী তো সেই যে রসূলুল্লাহ (সাঃ)এর পবিত্র জীবন ও আদর্শ হতে প্রভাবিত হয়ে চলে এবং খোদাতাআলার হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন এক স্থানে এই প্রেক্ষাপটে যা আমি পূর্বে বর্ণনা করেছি। যে এটি আবশ্যকীয়ভাবে স্মরণ রেখো যে,- যে ব্যক্তি খোদাতাআলার জন্য হয়ে যায় খোদাতাআলাও তার জন্য হয়ে যায় এবং খোদাতাআলা কারুর প্রতারণার শিকার হন না। যদি কেউ চায় যে কপটতা ও ভন্ডামী দ্বারা খোদাতাআলাকে প্রতারণা করবো তবে তা মূর্খতা ও বোকামো হবে। সে স্বয়ং প্রতারণার শিকার হচ্ছে। পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্য, পৃথিবীর প্রতি মোহ সমস্ত মন্দকর্মের ভিত্তি এটি। তাই খোদাতাআলার মাহত্ম্যকে হৃদয়ে গ্রোথিত করা উচিৎ এবং তাঁকে সর্বদা ভয় করা উচিৎ। তিনি উপেক্ষা করেন বা দেখেও দেখেন না এবং অবজ্ঞারূপী মার্জনা করেন কিন্তু যখন কাউকে ধৃত করেন তখন ভয়ংকরভাবে ধরেন এমনকি لا يخاف عقبها তখন তিনি এই বিষয়টিকেও পরওয়া করেন না যে তার পশ্চাতবর্তীদের কি অবস্থা হতে পারে। যারা আল্লাতাআলাকে ভয় পায় তাদের জন্য এর বিপরীত হয় এবং তার মাহত্ম্যকে হৃদয়ে স্থান দেন। খোদাতাআলা তাদেরকে সম্মানীত করেন এবং স্বয়ং তাদের জন্য কর্মসংস্থান হয়ে যান। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, من كان لله كان الله له অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহতাআলার হয়ে যায় আল্লাহতাআলা তার হয়ে যায়। তিনি বলেন যে,- অবশ্যই স্মরণ রেখো যে, প্রত্যেকটি উন্নতি ক্রমান্নয়ে হয়ে থাকে এবং খোদাতাআলা এই যৎসামান্য কথায় আনন্দিত বা সন্তুষ্ট হতে পারেন না যে আমরা বলে দিই যে, আমরা মুসলমান বা মোমিন। অতএব তিনি বলেন যে, احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون অর্থাৎ এই ব্যক্তিরা কি এই মনে করে বসেছে যে আল্লাহতাআলা এতটুকু বলাতে সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন এবং এই ব্যক্তিদের ছেড়ে দেওয়া হবে কেবল এই জন্য যে তারা বলে আমি বিশ্বাস আনয়ন করেছি আর তাদের কোনও পরীক্ষা নেওয়া হবে না।

ইসলাম এই শিক্ষা দিয়েছে যে, قد افلح من زكها অর্থাৎ মুক্তি পেয়ে গেল সেই ব্যক্তি যে আত্মপরিশোধন করেছে। অর্থাৎ যে প্রত্যেক প্রকারের কুপ্রথা অনাচার, প্রবৃত্তির কামনা-বাসনাজনিত অনুভূতি খোদাতাআলার জন্য বর্জন করলো। এবং প্রত্যেক প্রকারের ভোগবিলাসকে পরিহার করে খোদার রাস্তায় কষ্টকে প্রাধান্য দিয়েছে। এমন ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে মুক্তিপ্রাপ্ত যে খোদাকে প্রাধান্য দেয় ও পৃথিবী ও এর কৃত্রিম কার্যকলাপকে ত্যাগ করে।

আল্লাহতাআলা করুন আমরা নিজের মাঝে ব্যবহারিক পরিবর্তন সৃষ্টিকারী হতে পারি। সত্যের মানকে গুরুত্বপ্রদানকারী হতে পারি। ধর্মকে পার্থিবতার উপর প্রাধান্যদানকারী হই। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর বয়াতের অন্তর্ভূক্ত হয়ে কেবল মৌখিক ভাবে নয় বরং প্রকৃতরূপে তাঁর আগমনের উদ্দেশ্যকে অনুধাবনকারী হতে পারি এবং তা বাস্তবায়নকারী হতে পারি। আঁ হযরত (সাঃ)এর আদর্শ অনুযায়ী সকল প্রচেষ্টাকারী হতে পারি এবং আল্লাহতাআলার ইচ্ছাকে প্রত্যেক বস্তুর উপর প্রাধান্য দান করে সেটিকে অর্জনের প্রচেষ্টাকারী হই। আল্লাতাআলা আমাদেরকে তার সৌভাগ্য দান করুন।

খুতবা জুমআর শেষে হুযূর আনোয়ার মোকাররম কাশিম তুরে সাহেব, মোবাল্লিগ সিলসিলার মৃত্যুর সংবাদ দান করে তাঁর চারিত্রিক গুণাবলীর ও সেবার উল্লেখ করেন এবং জানাজা পড়ানোর ঘোষণা দেন।

অনুবাদকঃ বুশরা হামীদ, নাজারাত নাশরো ইশাআতের নির্দেশক্রমে

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar 5th February, 2016

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To.....

.....

.....

NAZARAT NASHR-O-ISHAAT, QADIAN, INDIA